দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে নয়া উদ্যোগ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদের বিরোধীদলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে তিনি সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য প্রধান মন্ত্রী পুনরায় উদ্যোগী হয়েছেন এটা খুবই আশার কথা।

সন্ত্রাস আজ শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও ভয়াবহ রূপ ধরেছে। যেদিন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের বিরোধীদলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন সেদিনই রাজধানীতে দিনদুপুরে ছিনতাইকারীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও ক্রীড়া সংগঠক ফজলুর রহমান খান এবং লুট হয়েছে সাড়ে তিনলাখ টাকা।

এ রকম পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনেকখানি। এর একদিন আগে তিনি বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখন সন্ত্রাসমুক্ত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ই জুনের সিনেট সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বাজেট পাস হয়নি। সেখানে ছাত্রশিবির কী ভূমিকা নিয়েছে সে খবর পত্র-পত্রিকায় এসেছে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের দাপটে যদি চুপ করে থাকতে হয়, তাকে কি শান্ত পরিস্থিতি বলে মেনে নেয়া যায়। এসব বিষয় এড়িয়ে গিয়ে শিক্ষাঙ্গনে শুধু সদিচ্ছা দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ঘটনা ঘটে গেল এবং কীভাবে সন্ত্রাসীরা পুলিশের প্রশ্রয় পেয়েছে তার বিবরণও পত্রিকার পৃষ্ঠায় এসেছে।

ইতিপূর্বে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাকে সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারটি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারটি নিয়েই প্রধানতঃ বিরোধীদলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের প্রসঙ্গে আমরা সরকারের নিকট কিছু নিবেদন রাখতে চাই। এর আগে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো ৭ দফা একটি চুক্তি করেছিল। নিজ দলের অঙ্গসংগঠনে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে এবং কোন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা নিলে, দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে তা দেখবে না এবং নিন্দাবাদ ও বিবৃতি দিয়ে কোন দলই সন্ত্রাসীর পক্ষ গ্রহণ করবে না। সে চুক্তির পরিণতি কী দাঁড়িয়েছে তাও দেশবাসী জানে। তারা দেখেছে দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের পক্ষ/বিপক্ষ নেয়া অব্যাহত আছে। এক কথায় সন্ত্রাসীরা বিপক্ষের নিকট নিন্দনীয় এবং সপক্ষ দ্বারা সংবর্ধিত।

এক্ষেত্রে জহুরুল হক হলে একটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা যায়। অস্ত্রের জোরে হল দখলের ঘটনা ঘটেছে। উদয়ন স্কুলের ৩টি অল্প বয়স্ক ছাত্রছাত্রী সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আহত হয়েছে। ব্যাপারটি নিয়ে নিন্দাবাদ ও ধিক্কার কম বর্ষিত হয়নি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এককথায় রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক না হলে এবং সরকার ও বিরোধী দলগুলো যৌথভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারলে বৈঠকের উচ্চারিত সদিচ্ছার বাণী হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ও গোলাগুলি ইতোমধ্যেই স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষকরা বৈঠক করে সন্ত্রাসের উৎস চিহ্নিত করার কথা বলেছেন। সন্ত্রাসীরা আসলে অচিহ্নিত নেই। উৎসের খবরও অজানা নয়। আমরা আবারও বলতে চাই যে, সন্ত্রাস বন্ধের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। স্ব স্ব প্লাটফর্ম থেকে আবেদন নিবেদন, আহবান আর জ্বালাময়ী ভাষণে কিছুই হবে না।

পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। অতীতে এসব যথাযথ হয়নি- এটা সকল মহলের স্বীকার করা উচিত।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে পরবর্তী সময়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা যায়- অবস্থানগত কারণে। এখন সেই অবস্থা বদলানোর সময় এসেছে।

উদ্যোগটা শুধু সরকারের দিক থেকে আসলেই সমাধান হবে না। তবে সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক। বিরোধীদলগুলোরও ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন।

আর এজন্য যে সত্যটা সকলের স্বীকার করা উচিত তা হল, হলে হলে বা শিক্ষাঙ্গনে প্রাধান্য বিস্তার কিংবা প্রাধান্য রক্ষার নামেই সন্ত্রাস বেশিরভাগ শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে। যেখানে কোন পক্ষের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে সেখানে নতুন করে হাঙ্গামা হচ্ছে না। যার অর্থ এই নয় যে, সন্ত্রাসী মনোভাব বা কার্যকলাপ ত্যাগ করেছে তারা।

সুতরাং কথার মারপ্যাঁচ নয়। সকলেরই উপলব্ধি করতে হবে গণতন্ত্র এখন এদেশে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। শুধু সদিচ্ছা নয়, পরমত সহিষ্ণুতা এবং পারস্পারিক আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ত্রাসীদের দাবীর প্রতি নতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসী শক্তি-ই যে আস্কারা পায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটসভা ভন্ডুল করার ঘটনাটি তার সাক্ষ্য। এসব পাশ কাটিয়ে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করার ব্যাপারে সাফল্য দুরূহ।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সরকারী মহল ও বিরোধীদল, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে যে তাগিদ দেখা দিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই এগোতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে।